পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ জৈন দর্শনে নীতিতত্ত্ব (Jaina Ethics)

নীতিশাস্ত্র হল আচরণ বা নীতি সম্পর্কীয় শাস্ত্র। জৈন দর্শন নীতি ও ধর্মের দর্শন। এই দর্শনে জীবের সৎ আচরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জৈনমতে জীব তার আসক্তিজনিত কর্মপ্রবৃত্তির জন্য বন্ধন-দশা ভোগ করে, আর এই কর্মপুদগল বন্ধন থেকে মুক্তিলাভই হল জীবের চরম ও পরম লক্ষ। জৈন নীতিতত্ত্বের মূল কথাই হল জীবের মুক্তিলাভ। জৈন নীতিতত্ত্বের উপদেশই হল সংসারী বা সন্ন্যাসী, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী সকল জীবেরই উচিত মুক্তিলাভের পথে ব্রতী হওয়া। এই মুক্তিলাভের জন্য প্রথমেই জীবের প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধির পর ত্রিরত্নের জ্ঞান। উমাস্বামী তার **তত্ত্বার্থধিগম সূত্রের** সর্বপ্রথম সূত্রে বলেছেন, **'সম্যক্-দর্শন-জ্ঞান-চরিত্রানি মোক্ষমার্গঃ'** অর্থাৎ সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্র—এই তিনটি মোক্ষলাভের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্র—এই তিনটিকে জৈন দর্শনে **"ত্রিরত্ন"** বলা হয়। এই 'ত্রিরত্নে'র কোনও একটিকে বাদ দিলে জীব মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হতে পারবে না। মুক্তিকামী জীবকে অবশ্যই এই 'ত্রিরত্ন' নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করতে হবে। এখন আমরা 'ত্রিরত্ন' নিয়ে আলোচনা করব।

● **সম্যক দর্শন ঃ** ত্রিরত্নের প্রথম রত্নটি হল **সম্যক দর্শন**। এই সম্যক দর্শনের অর্থ হল সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা অন্ধ-যুক্তিহীন নয়, বরং বিচারনিষ্ঠ যা আত্মপ্রত্যয় থেকে উদ্ভূত। এই শ্রদ্ধা জীবের অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আসে, কখনও বা অনুশীলনের দ্বারাও আয়ত্ত হয়। তারা বলেন, ভক্তিহীন, শ্রদ্ধাহীনভাবে কোনও সত্যকে গ্রহণ করা উচিত নয়। জৈন তত্ত্ববিদ মণিভদ্র বলেছেন, মহাবীরের প্রতি তাঁর কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই, কপিলের প্রতিও তাঁর কোনও বিদ্বেষ নেই। যার কথার মধ্যে যুক্তি আছে তার কথাই গ্রহণযোগ্য। যুক্তিহীন, অন্ধবিশ্বাসের কোনও স্থানই নেই জৈন দর্শনে।

জৈনমতে অশ্রদ্ধা নিয়ে কোনও কিছুর আলোচনা কখনোই কোনও বিষয়কে এগিয়ে নিতে যেতে পারে না। জৈন দর্শন নিরীশ্বরবাদী হলেও জৈনরা তীর্থঙ্করদের ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন। তীর্থংকরদের উপদেশের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা-ভক্তি ও বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে, তবে উপদেশের যৌক্তিকতার দিকটিও যেন তারা উপেক্ষা না করেন। জৈনরা বিশ্বাস করেন তীর্থংকরাই হলেন কেবল-জ্ঞানী সিদ্ধ পুরুষ এবং সত্য ও মুক্তির পথপ্রদর্শক। তীর্থংকরদের উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি না থাকলে জীব মুক্তির পথে এগোতে পারবে না।

Scanned with CamScanner

● **সম্যক জ্ঞান ঃ** 'ত্রিরত্নে'র দ্বিতীয় রত্ন হল সম্যকজ্ঞান। সম্যক দর্শন অর্থাৎ যুক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের পর জীবের প্রয়োজন সম্যক জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্ব সম্পর্কে অভ্রান্ত, নিঃসংশয় জ্ঞান। আত্মা, পুদগল, অণুসংঘাত প্রভৃতি সম্পর্কে যথার্থ ও নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানই হল সম্যক জ্ঞান। এই জ্ঞানের দ্বারা জীব বিভিন্ন দ্রব্যের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে। এই সম্যক জ্ঞানলাভের পথে অনেক প্রবৃত্তিগত কর্ম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলেও সেই প্রতিবন্ধকতাগুলোকে অবশ্যই জয় করতে হবে। এই প্রবৃত্তিগত কর্ম দূরীভূত করতে না পারলে জীব পূর্ণ-জ্ঞান বা কেবল-জ্ঞানের অধিকারী হতে পারবে না, মুক্তির পথে এগোতেও পারবে না। এই তত্ত্বজ্ঞান বা সম্যক্-জ্ঞানই জীবের অজ্ঞানতাকে দূর করে দিতে পারে এবং জীব মুক্তির জন্য সাধনার পথে ব্রতী হয়।

● **সম্যক চরিত্র ঃ** 'ত্রিরত্নে'র তৃতীয় রত্ন হল সম্যক চরিত্র। শুধু যুক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা-ভক্তি- বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞান থাকলেই জীব মোক্ষলাভ করবে না জীবকে সম্যক দর্শন ও সম্যক জ্ঞানের দ্বারা জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। এই বিশ্বাস ও যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা জীবনকে পরিচালিত করাই হল সম্যক চরিত্র। যা কিছু কল্যাণকর তা সম্পাদন করা এবং যা অকল্যাণকর বা অমঙ্গলময় তা থেকে বিরত থাকাই কর্তব্য। সম্যক চরিত্র বা সদাচার অনুশীলনের দ্বারাই যে সমস্ত কর্মের জন্য জীব বন্ধনদশা ভোগ করে, সেই সমস্ত কর্ম-বন্ধন থেকে জীবকে মুক্ত করা সম্ভব। এই সম্যক চরিত্র লাভের জন্য জৈনরা পঞ্চমহাব্রত পালনের কথা বলেছেন। এই পঞ্চমহাব্রত হল **"অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মাচর্য্যাপরিগ্রহাঃ"** অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ জৈন পঞ্চমহাব্রত (Jaina Pancha Mahavratas)

জৈন দার্শনিকরা বলেন, জীবের পরমার্থ হল মোক্ষ এবং এই মোক্ষলাভের জন্য পঞ্চমহাব্রত অবশ্যই পালনীয়। মঠবাসী সন্ন্যাসী বা শ্রমনদের জন্য এবং সংসারী বা গৃহীদের (শ্রাবক) জন্য আলাদা আলাদা পালনীয় ব্রতের কথা জৈন দর্শনে বলা হয়েছে। শ্রমণদের কঠোরভাবে পালনীয় যে ব্রতগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোকে **পঞ্চমহাব্রত** বলা হয়। আর গৃহী বা শ্রাবকদের জন্য পালনীয় সহজ ব্রতগুলো অনুব্রত বলে পরিচিত। এই অনুব্রত পালন করে সংসারী জীব মোক্ষলাভ না করলেও মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হতে পারে।

পঞ্চমহাব্রত

এখন আমরা **পঞ্চমহাব্রত**গুলো আলোচনা করব। পঞ্চমহাব্রতগুলো হল ঃ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—

(i) অহিংসা ঃ পঞ্চমহাব্রতের মধ্যে অহিংসা ব্রতটি হল মূল ব্রত। শুধু তাই নয়, এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান ব্রত। সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এই চারটি মহাব্রত হল অহিংসা ব্রতেরই অঙ্গ। অহিংসা ব্রত পালন করলেই সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ ব্রতও পালন করা সম্ভব হবে। শ্রমণরা কঠোরভাবে ব্রতগুলোকে পালন করবেন।

জৈনমতে, কোনও জীবের প্রতি হিংসা না করাই হল মানুষের জীবনের আদর্শ। এস ও স্থাবর—সবকিছুরই প্রাণরক্ষা করা হল জৈনদের আদর্শ। অহিংসা হবে কায়-মন-বাক্যে

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ কায়িকভাবে বা শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে এবং বাচিকভাবে—কোনওভাবেই কারোর প্রতি হিংসা না করা। শুধু হিংসা করা নয়, হিংসার কথা ভাবা, হিংসার কথা বলাও সমান অপরাধ। হিংসা করা, হিংসার কথা ভাবা ও হিংসার কথা বলা—এই তিনটিকে বলা হয় 'ত্রিগুপ্তি'। নিজে হিংসা করা যেমন অপরাধ, একইভাবে অন্যকে হিংসামূলক কাজে প্ররোচিত করা এবং অপরের হিংসামূলক কাজকর্মকে সমর্থন করাও সমান দোষের ও সমান পাপের। জৈনদের আদর্শ হল এস ও স্থাবর—সকলেরই প্রাণরক্ষা করা। তাই শুধু মানুষ নয়, সকল প্রাণী, উদ্ভিদ প্রত্যেকেরই প্রাণরক্ষা করা উচিত। বাতাসে ভাসমান অতি ক্ষুদ্র প্রাণীও শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় নিহত হতে পারে, তাই নিষ্ঠাবান জৈন সাধকরা নাসিকার সামনে একখণ্ড বস্ত্রকে আটকে রেখে শ্বাস-প্রশ্বাস চালান।

জৈন দর্শনের অহিংসা নীতি সৃষ্টির কারণ হিসাবে ম্যাকেঞ্জি বলেন, প্রাচীনকালের অসভ্য বা বর্বর মানুষরা প্রাণীদের শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের চোখে দেখত, তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিই অহিংসা নীতি সৃষ্টির কারণ।[১] কিন্তু ম্যাকেঞ্জির এই বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক। কারণ জৈন দর্শন বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেকটি জীবের (যেমন—মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদি) মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে, তাই হিংসার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে জীবকুলের কোনওরকম ক্ষতি করা উচিত নয়। প্রত্যেক জীবই নিজের জীবনকে ভালোবাসে এবং তাদের জীবনের মূল্যকে স্বীকার করে। একইভাবে অপরের জীবনের মূল্যকে স্বীকার এবং রক্ষা করাও তাদের কর্তব্য। এই ভাবধারা বা মতাদর্শের উপরই জৈন 'অহিংসা' নীতি বা ব্রত প্রতিষ্ঠিত।

তবে অহিংসা নীতির শুধু নঞর্থক দিকই নয় (অর্থাৎ মানুষ, জীব, উদ্ভিদ ইত্যাদি প্রাণীর প্রতি হিংসা না করা), এর গুরুত্বপূর্ণ সদর্থক দিকও আছে। সদর্থক দিকটি হল এস ও স্থাবর অর্থাৎ সকল জীবের প্রতি প্রেম বিতরণ ও হিতকর কর্ম-অনুষ্ঠান করা। সুতরাং অহিংসা ব্রতকে পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হলে উপরিউক্ত বিষয়গুলোকেও কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

(ii) সত্য ঃ পঞ্চমহাব্রতের দ্বিতীয় ব্রত 'সত্য' যা 'অহিংসা'রই অঙ্গ। সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত হল মিথ্যা। মিথ্যা থেকে বিরত থাকাই হল সত্য। জৈনরা বলেন, শুধু মিথ্যাচার না-করাই সত্য নয়—যা মিথ্যা নয়, যা হিতকর, মঙ্গলময়, সর্বাঙ্গসুন্দর, মধুর—তা-ই সত্য। এইজন্যই জৈনদের সত্য সুনৃত অর্থাৎ তা উপদেশ ও উপকারী সত্য। যে সমস্ত সত্য কথা অপরের ক্ষতি করে, যে সত্যের মধ্যে মিথ্যার কপটতা লুকিয়ে থাকে—সেই সত্য কথাও বলা উচিত নয়। সত্য প্রতিফলিত হবে সব কথা ও কাজের মধ্যে। 'সত্য' নিয়ন্ত্রিত হবে অহিংসা নীতির দ্বারা। মঠবাসী সন্ন্যাসীদের কঠোরভাবে এই সত্যকে পালন করতে হবে।

(iii) অস্তেয় ঃ অস্তেয় হল পঞ্চমহাব্রতের তৃতীয় ব্রত। 'অস্তেয়' বলতে বোঝায় 'অপরের সম্পদ চুরি না করা' বা 'চুরি না করা'। অপরের সম্পদ যেভাবে হোক গ্রহণ করাই হল 'স্তেয়' আর অপরের সম্পদকে কোনওভাবে নিজের অধিকারে না নেওয়াই হল "অস্তেয়"।

১. "The root idea of the doctrine of ahimsa ..... is the awe with which the savage regards life in all its forms—Mackenzie, *Hindu Ethics*, p. 112.

Scanned with CamScanner

স্বাভাবিকভাবেই "স্তেয়" হল হিংসার অন্তর্গত আর "অস্তেয়" হল 'অহিংসা'। প্রত্যেক জীবের জীবনধারণের জন্য কিছু ধনসম্পদের প্রয়োজন। সেই সম্পদ কারুর থেকে হরণ করে নিলে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে। এই চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে হিংসা জড়িয়ে রয়েছে। আর অপরের সম্পদ চুরি না করার সঙ্গে 'অহিংসা' ব্রতটি জড়িয়ে থাকে। জৈনরা 'অস্তেয়' শব্দটিকে ব্যাপক ও কঠোর অর্থে প্রয়োগ করে বলেছেন, অপরের দ্রব্য অধিকার বা হরণ করা উচিত নয় তবে কোনও ব্যক্তি সানন্দে যদি কোনও সম্পদ দান করেন তাহলে সেই সম্পদ গ্রহণ করা যাবে। প্রত্যেক শ্রমণ বা মঠবাসী কঠোরভাবে এই 'অস্তেয়' ব্রতটি পালন করবে।

(iv) ব্রহ্মচর্য ঃ পঞ্চমহাব্রতের চতুর্থ ব্রতটি হল ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য হল সমস্ত রকম কামনাকে দমন করা। সাধারণত ব্রহ্মচর্য বলতে বোঝায় সমস্ত রিপুকে জয় করা বা ইন্দ্রিয়সম্ভোগ ও জননেন্দ্রিয়কে সংযত রাখা। জৈন দর্শন ব্রহ্মচর্যকে একটু বিস্তৃত অর্থে গ্রহণ করে বলেছে, শারীরিক, মানসিক ও বাচিক সমস্ত ক্ষেত্রেই কঠোরভাবে কামনাকে দমন করতে হবে। শুধু জনন-ইন্দ্রিয়ই নয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়-সমূহকেও সংযত রাখতে হবে। ব্রহ্মচর্য হল সম্পূর্ণ সংযমপূর্ণ জীবন। অতিমূল্যবান এই নৈতিক ব্রত শ্রমণরা কঠোরভাবে পালন করবেন। এই ব্রহ্মচর্য অহিংসারই অঙ্গস্বরূপ।

(v) অপরিগ্রহ ঃ অপরিগ্রহ হল পঞ্চমহাব্রতের পঞ্চম ব্রত। সমস্ত রকম বিষয়-আসক্তি থেকে ইন্দ্রিয়কে মুক্ত রাখাই হল অপরিগ্রহ। বিষয়ের প্রতি আসক্তি জীবকে 'বন্ধনদশা'য় আবদ্ধ করে। আমাদের ইন্দ্রিয় সব সময়ই বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় হল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। রূপ হল চক্ষুর বিষয়, রস হল জিহ্বার, গন্ধ নাসিকার, স্পর্শ ত্বকের এবং শব্দ হল কর্ণের বিষয়। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের যে আকর্ষণ, সেই আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। এই মুক্ত রাখাই হল 'অপরিগ্রহ'। বিষয়ের প্রতি আসক্তি জীবের মুক্তিলাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অপরিগ্রহ ব্রত কঠোরভাবে পালন না করলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। শ্রমণরা বা মঠবাসী সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত কঠোরভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই অপরিগ্রহ ব্রতকে পালন করেন। 'অপরিগ্রহ' হল 'অহিংসা' ব্রতেরই একটি অঙ্গ। এই 'অপরিগ্রহ' বিধান অত্যন্ত কঠোর একটি ব্রত।

মঠবাসী সন্ন্যাসীরা পঞ্চমহাব্রত পালনের মাধ্যমে সম্যক্ চরিত্র লাভের অধিকারী হন একথা সঠিক। তবুও মঠবাসী শ্রমণদের আরও পাঁচটি অনুনীতি বা পঞ্চসমিতির নিয়ম অবশ্যই পালনের কথা বলা হয়েছে। এই পাঁচটি সমিতি হল ঈর্ষা সমিতি, ভাষা সমিতি, এষণা সমিতি, আদান সমিতি, পরিথাপানিকা সমিতি। এই পঞ্চ-অনুনীতি বা পঞ্চসমিতি পঞ্চমহাব্রত থেকেই অনুসৃত। নীচে পঞ্চসমিতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

ক. ঈর্ষা সমিতি ঃ ইর্ষা সমিতিতে বলা হয়েছে যে, আমরা যেন সাবধানে চলাফেরা করি। আমাদের চলার সময় পায়ের তলায় পড়ে কোনও প্রাণী যেন আঘাত না পায়।

খ. ভাষা সমিতি ঃ আমাদের অসংযত বাক্য বা কোনওরকম কথা যেন কাউকেই কোনোভাবেই কষ্ট না দেয়।

Scanned with CamScanner

গ. এষণা সমিতি ঃ খাদ্য বিষয়ে সংযমের কথা বলা হয়েছে এই অনুনীতিতে। খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া যেন শুদ্ধভাবে হয়, শ্রমণরা যেন কখনোই না ভাবেন যে, খাদ্য তারই জন্য তৈরি।

ঘ. আদান সমিতি ঃ কোনওভাবে কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। নাক, মুখ ইত্যাদিতে আচ্ছাদন ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। কারণ অসতর্কতা বশত শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় নাসিকার ভিতর বা মুখে কোনও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু ঢুকে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ঙ. পরিথাপানিকা সমিতি ঃ এই সমিতিতে বলা হয়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে সব সময়ই পরিত্যাগ করতে হবে।

জৈনমতে শ্রমণরা বা মঠবাসী সন্ন্যাসীরা মোক্ষলাভের জন্য চিত্তশুদ্ধির পর ত্রিরত্ন অর্থাৎ সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্র অনুশীলন করেন। এই তিনটি রত্ন একটি অপরটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। তিনটি রত্নকে একসঙ্গেই অনুশীলন করা হয়। জৈন দর্শনে পঞ্চমহাব্রতের কঠোর অনুশীলনের কথাও বলা হয়েছে। এই পঞ্চমহাব্রতগুলো হল অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। মুক্তিকামী জীব ত্রিরত্ন, পঞ্চমহাব্রত, পঞ্চঅনুনীতি পালনের মাধ্যমে কর্মপুদগলের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ জীব আসক্তিজনিত কর্মপ্রবৃত্তির বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করবে এবং অনন্ত-শক্তি, অনন্ত-জ্ঞান, অনন্ত-আনন্দের অধিকারী হবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ জৈন পঞ্চঅনুব্রত (Jaina Pancha Anubrata)

জৈন দর্শন মঠবাসী সন্ন্যাসী বা শ্রমণদের নৈতিক জীবনধারণের জন্য পালনীয় পাঁচটি ব্রতের কথা বলেছে। এই ব্রতগুলো মহাব্রত বলে পরিচিত। এগুলোকে বলা হয় পঞ্চমহাব্রত (যেমন—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ)। মোক্ষলাভের জন্য এই পঞ্চমহাব্রত শ্রমণদের অবশ্য পালনীয়। মঠবাসীদের মোক্ষলাভের জন্য যেমন পঞ্চমহাব্রত পালনের কথা বলা হয়েছে তেমনি গৃহী বা সংসারী জীবের নৈতিক জীবনধারণের বিষয়টিকেও জৈন দর্শনে উপেক্ষা না-করে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গৃহীদের সহজভাবে পালনীয় কতকগুলো ব্রতের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোকে অনুব্রত বলা হয়। জৈনমতে গৃহীরা শ্রমণদের মতো চরম কৃচ্ছতার পথে নয়, অনেক সহজ ও সংযত পথের মধ্য দিয়ে এই ব্রতগুলোকে পালন করবেন। 'পঞ্চঅনুব্রত' বা 'পঞ্চসহজব্রত' বলে পরিচিত এই ব্রতগুলি পঞ্চমহাব্রতেরই ছোটো ছোটো সংস্করণ। অনুব্রতগুলো খুব সহজ, সরল নৈতিক বিধি। পঞ্চমহাব্রতের প্রথম ব্রতটি অর্থাৎ অহিংসা ব্রতের জন্য শ্রমণদের প্রত্যেকটি প্রাণীর প্রাণরক্ষা করা অবশ্য পালনীয়। এমনকি বাতাসে ভাসমান অতিক্ষুদ্র প্রাণীও শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় প্রাণ হারাতে পারে বলে আদর্শ নিষ্ঠাবান শ্রমণরা নাসিকার সামনে একখণ্ড বস্ত্রকে আটকে রেখে শ্বাস-প্রশ্বাস চালান। এই অহিংসা ব্রত শ্রাবকরা অর্থাৎ গৃহীরা অত কঠোরভাবে পালন করবেন না। ব্যবহারিক প্রয়োজন বা জীবনধারণের জন্য তারা খাদ্য হিসাবে এক-ইন্দ্রিয়- বিশিষ্ট জীবকে গ্রহণ করলেও জৈন দর্শনে তা অনৈতিক বলে

Scanned with CamScanner

বিবেচিত হয় না। অনুব্রতগুলো পঞ্চমহাব্রত থেকেই নিঃসৃত এবং এগুলিকে খুব শিথিল ভাবে অনুসরণ করতে হবে। এই অনুব্রতগুলো হল ঃ

(ক) পঞ্চমহাব্রতের প্রথম ব্রত হল **'অহিংসা'। শ্রাবক বা গৃহীরা** এই 'অহিংসা' ব্রত থেকে নিঃসৃত যে **অনুব্রতগুলো করবেন না সেগুলি হল ঃ**

(i) যে প্রাণীগুলো ক্ষতিকর নয় তাদের হত্যা করবে না।

(ii) ভ্রূণহত্যা করবে না।

(iii) আত্মহত্যা করা বারণ।

(iv) যে সমস্ত সংগঠন হিংসাত্মক কাজের সাথে যুক্ত সেগুলোর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবে না।

(v) কোনও প্রাণী বা মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করবে না।

(vi) কোনও মানুষকেই অস্পৃশ্য বলে মনে করবে না।

(খ) "সত্য" হল দ্বিতীয় মহাব্রত। "সত্য" মহাব্রত থেকে নিঃসৃত অনুব্রতগুলো হল ঃ

(i) কোনও জিনিস কেনা-বেচার ক্ষেত্রে ওজনের কারচুপি বারণ।

(ii) অপরের ক্ষতির উদ্দেশ্য নিয়ে কোনওরকম মিথ্যা কথা বলা বারণ।

(iii) অপরের কোনও বস্তু যদি গচ্ছিত থাকে তা আত্মসাৎ করা বারণ।

(iv) অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা এবং মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া বারণ।

(v) অপরের সঙ্গে ঠগবাজি করা বারণ।

(vi) অপরের গোপন তথ্য প্রকাশ করা বারণ।

(গ) "অস্তেয়" হল তৃতীয় মহাব্রত। "অস্তেয়" মহাব্রত থেকে নিঃসৃত অনুব্রতগুলি হল ঃ

(i) অপরের কোনও দ্রব্য তার সম্মতি ছাড়া গ্রহণ করা বারণ।

(ii) চুরি করা কোনও জিনিসপত্র কেনা ও বিক্রি করা বারণ।

(iii) কোনও প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি কোনওভাবে আত্মসাৎ বা তছরূপ করবে না।

(iv) বিভিন্ন নিষিদ্ধ পণ্যদ্রব্যের নিষিদ্ধ ব্যবসা করা বারণ।

(v) ব্যবসার ক্ষেত্রে সমস্ত রকম নীতিহীন কাজ করা বারণ।

(ঘ) 'ব্রহ্মচর্য' হল চতুর্থ মহাব্রত। 'ব্রহ্মচর্য' মহাব্রত থেকে নিঃসৃত অনুব্রতগুলি হল ঃ

(i) যে কোনও ধরনের ব্যভিচার করা বারণ।

(ii) নির্দিষ্ট বয়স বা আঠারো বছরের আগে বিয়ে করা বারণ।

(iii) উদ্ভট বা বিকৃত যৌন-ক্রিয়া বারণ।

(iv) স্ত্রী-সঙ্গ (অন্ততপক্ষে মাসে কুড়ি দিন) বারণ।

Scanned with CamScanner

(ঙ) 'অপরিগ্রহ' হল পঞ্চম মহাব্রত। 'অপরিগ্রহ' মহাব্রত থেকে নিঃসৃত অনুব্রতগুলি হল ঃ

(i) বিবাহে যৌতুক বা পণ গ্রহণ করা বারণ।

(ii) যতটুকু দরকার তার বেশি সম্পদ সঞ্চয় করা বারণ।

(iii) কোনওরকমভাবে ঘুষ নেওয়া বারণ।

(iv) অর্থের লোভে অসুস্থ রোগীকে অনেকদিন ধরে চিকিৎসা করা বারণ।

(v) স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনওরকম অর্থের লেন-দেন করা বারণ।

জৈন নীতিতত্ত্বে ত্রিরত্ন, পঞ্চমহাব্রত, সমিতি ও অনুব্রতগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ তার নৈতিক জীবন-যাপন করতে পারে। এই কঠোর ব্রতগুলিকে জৈনরা পালন করে দেখিয়েছেন যে নৈতিক জীবনযাপন অসম্ভব নয়। মঠবাসী সন্ন্যাসীরা পালন করবে কঠোর মহাব্রতগুলো আর গৃহীদের জন্য সহজ, সরল অনুব্রতগুলো। অনুব্রতগুলোর আলোচনা থেকেই বোঝা যায় যে এগুলো নেতিবাচক। কিন্তু এই অনুব্রতগুলোর সদর্থক দিকটিকেও উপেক্ষা করা যাবে না। নেতিবাচকের মধ্যেই ইতিবাচক বিষয়টি প্রকাশিত। কারণ এইসব অনুব্রতগুলি পালনের মধ্য দিয়ে জীব তার কামনা-বাসনা, লোভ, মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। এর ফলস্বরূপ চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং জীব মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। অনুব্রত পালনের পর সে মহাব্রত পালনের যোগ্য হয়ে উঠে—ধীরে ধীরে শাশ্বত জ্ঞান, শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হবে।

Scanned with CamScanner